মুসলিম সাংস্কৃতি ওআধুনিকতা

কুদ্দুস খান

উন্নত বিশ্বের একটি জনপ্রিয় ধারণা হচ্ছে, মুসলিম সাংস্কৃতি আধুনিক জীবন পদ্ধতি বিরোধী। তাদের যুক্তি আধুনিক বিশ্বে আরো দৃ ঢ় ভুমিকা রাখতে হলে মুসলমানদের অবশ্যই প্রগতির সহিত তাল মিলিয়ে চলতে হবে। আর তা করতে হবে একশো বিশ কোটি মুসলমানদের স্বার্থেই। আমরা আশা করব সদালাপি ভাইয়েরা কথাটা ভেবে দেখবেন। কয়েকদিন আগে সম্পাদক জনাব জিয়াউদ্দিন ভিন্নমতে একটি লেখা পাঠিয়েছেন। আমরা লেখগাটি ভিন্নমতে প্রকাশ করেছি। লেখাটিতে ৯৫ % ভাগই অন্যের সমালচনা করা হয়েছে। সাধারণত একটি উন্নত মানের লেখায় , একজন লেখক অন্যের সমালোচনা করেন কম, এবং লেখকের নিজস্ব আইডিয়া বা চিন্তা ভাবনার প্রতিফলন বেশি হয়ে থাকে। আমি এ লেখাটি সদালপ সম্পাদকের সমালোচনা করেই শুরু করতে চেয়েছিলাম এবং এজন্য খানিকটা সম্পাদকের সমালোচনা করলাম বটে। বিচারের ভার সদালপ সম্পাদকের ও আমদের পাঠক কুলের ওপর ছেড়ে দিলাম। তারাই বিবেচনা করবেন এই লেখাটিতে আমার চিন্তা ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে নাকি সম্পাদককে সমালোচনার প্রতিফলন ঘটেছে।

আমরা বেশ কয়েকটি ই-মেইল পেয়েছি, তাছারা বেশ কয়েকবার সদালাপ সম্পাদক তার বিভিন্ন লেখায় উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ইসলাম ধর্মের সাথে গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক উন্নতির বা অবনতির কোন সম্পর্ক নেই। মুসলিম শাসকদের কুশাসনই মুলত গণতন্ত্র ও উন্নয়নের প্রধান বাধা। জনাব সম্পাদক একবার একথাওবলেছিলেন সাউথ আমেরিকান ক্যাথলিক খৃষ্টান জনসমষ্টি প্রধান দেশেও অর্থনৈতিক উন্নতি ও গণতন্ত্র নেই, তা নিয়ে কেন আমরা কথা বলছিনা কেন? গত ১০ বছর যাবত লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকা ক্যাথলিক খৃষ্টান ধর্ম জনসমষ্টি প্রধান দেশগুলো ও মুসলিম জনসমষ্টি প্রধান দেশ গুলোর বিগত ৩৫ বছরের ইতিহাস, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সামাজিক বা রাজনৈতিক অবস্থান বিশ্লেষন করে এই সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছে যে, কোন মুসলিম দেশেই সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্র নেই এবং এই দেশগুলোর অর্থনৈতিক অগ্রগতি শুন্যের কোঠায়। অন্যদিকে গত ৩৫ বছরে বহু অমুসলিম দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আবার অনেক ক্যাথলিক জনগোষ্টি প্রধান দেশেই তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রথম বিশ্বের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পেরেছে। এই প্রসঙ্গে গার্ডিয়ান লিখেছে, A look at the world map then would have shown numerous countries, in Latin America, eastern Europe and elsewhere, that had predominantly Catholic populations ruled by authoritarian regimes...It might have been tempting at the time to suggest a connection between their religion and their politics, but it was more a matter of history and circumstances, and events since then have shown that Catholic countries are as capable of adapting to democracy as any others... Equally, there is nothing in mainstream Islamic teaching that says Muslim countries can't have genuine democracy, and, in practice, various Islamist organisations have shown themselves ready to engage in democratic processes when the opportunity arose. এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রতিটি মুসলিমই দেশই দাবী করে যে, গণতন্ত্রের সাথে মুসলিম সংস্কৃতির কোন বিরোধ নেই, কিন্ত বাস্তবে দেখা যায় কোন মুসলিম দেশেই প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্র নেই। বাংলাদেশসহ কয়েকটি মুসলিম দেশে গণতন্ত্র আছে বলে দাবী করা হলেও মুসলিম দেশ গুলিতে মুলত গণতন্ত্রের কথা বলে সামরিক শাসক অথবা রাজাদের , নির্বাচনের মাধ্যমে বৈধ করার প্রবনতাই লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসংগে গার্ডিয়ান লিখেছে Where elections do take place, they are more about providing legitimacy for the regime than giving voters a free choice.

গার্ডিনের প্রতিবেদক মনে করেন যে , ইসলামী রাষ্ট্রসমুহে সবসময়েই উগ্রপন্থী ধর্মীয় সন্ত্রাস সমর্থক দলগুলিরই প্রাধান্য থাকবে। কেননা মুসলিদেশের শাসকগন নিজ নিজ দেশে নাগরিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়। তাছাড়া সরকার পরিচালনার প্রক্রিয়ায় বিরোধী দলের কোন ভুমিকা নেই। বিরোধী দল সকারের সমালোচনা করা থেকে দুরে থাকতে বাধ্য, কেননা বিরোধী দল বা সরকার বিরোধী নাগরিকদের সরকার বিরোধী ক্ষোভ প্রকাশ করার কোন আইনি প্রতিষ্ঠান নেই, নেই কোন স্বাধীন সংবাদপত্র বা মিডিয়ার স্থান। মুসলিমদেশের নাগরিকদের একমাত্র মিলন কেন্দ্র হচ্ছে মসজিদ, আর

মসজিদের নেতৃত্বে রয়েছে অর্ধ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত মোল্লাগন। এই মোল্লাদের নেতৃত্ব মুসলিম উগ্রপন্থিরা একত্রিত হয়েই সরকার বিরোধী আন্দোলন অকার্যকর করবে অথবা সরকার বিরোধী আন্দোলন কে দুর্বল করবে , সেটাই স্বাভাবিক। এই প্রসংগে গার্ডিয়ান লিখেছে In the Middle East, they are partly a response to bad governance and the lack of opportunities for real participation. In the face of controls on free expression, the mosques provide a protected space in which to debate and organise.

গত ২৫ বছরে অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক দিক থেকে বিশ্ব অনেক উন্নতি সাধন করেছে, আধুনিক বিশ্ব বিশেষ করে ইসরাইল অর্থনীতি, শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক সৃজনশীলতায় , মধ্য প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর তুলনায় হাজার গুন এগিয়ে আছে। অন্যদিকে মুসলিম দেশের অর্থনীতি নেহাৎ সাদামাটা কিংবা অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় বিদ্যমান। গাল্প রাষ্ট্রগুলিতে, নাগরিকদের জীবন যাপনের মান ১৯৬৭ এর তুলনায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। সৌদি আরবে ৪০% ভাগ লোক নিজের নাম সই করতে পারেনা। এই অবস্থায় মুসলিম বিশ্বের নাগরিকদের হীনমন্যতায় ভোগারই কথা। তাছাড়া মুসলিমদের গর্ব করার মত কোন উন্নত বা আধুনিক মুসলমান রাষ্ট্র নেই। কাজেই তারা হযরত মুহাম্মদের (সঃ) বা উমরের রাজত্বকালের মত সহজ ও পশ্চাদপদ রাষ্ট্রের উদাহরন খুজে নিজেরা নিজেদের হীনমন্যতা থেকে মানসিক সান্তনা খোজেন। গার্ডিয়ান লিখছে While some of the movements seem amenable to dialogue and compromise as part of the overall social-political mix, others do not. There is a strand of Islamist thought that demands religious purity whatever the cost and tends to reject modernity, harking back to the early days of Islam when life was so much simpler.

মুসলিম শাসকগন নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য ও নিজ নিজ দেশে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য, নিজ দেশের জনগণের আভ্যন্তরিণ বিক্ষোভকে কৌশলে , ইসরাইল বা আমেরিকা বিরোধী বিক্ষোভে পরিণত করে তুলেছে। তাতে একটিলে দুই পাখি শিকার করা হয়। একদিকে নিজ দেশের নাগরিকদের বোঝানো হয় যে তাদের অর্থনৈতিক অবনতির জন্য আমেরিকা বা ইসরাইল দায়ী, অন্যদিকে আমেরিকান প্রশাসনকে বোঝানো যে, হুসনে মোবারকের মত মহান নেতা না থাকলে মিশরে উগ্রবাদী ইসলামী দলই ক্ষমতায় আসবে, আর সেটা আমেরিকা বা আধুনিক বিশ্বের জন্য মোটেও সুখকর নয়। আর এ ভাবেই মুসলিমদেশের নাগরিকগন ক্রমাগত আমেরিকা বিরোধী তথা আধুনিক বিশ্ব বিরোধী হয়ে উঠে। এছাড়াও মুসলিমগন সাংস্কৃতিগত ভাবে ইহুদী বিরোধী, কেননা মুসলিমদের ধর্ম গ্রন্থে কোরানে বহু স্থানে ইহুদি বিরোধী কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা ইলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদকে (সঃ) তার নিজ ধর্ম ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য দীর্ঘ দিন যাবত ইহুদিদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে। আধুনিক যুগে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা ও ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলকে সমর্থন দেওয়ার কারণে মসুলিমর আদর্শিক ভাবেই আমেরিকা বিরোধী। অতএব গণতন্ত্র বা আমেরিকান মডেল রাষ্ট্র কোন ক্রমেই মুসলিম জনগণের কাছে গ্রহন যোগ্য হবে না বলে বিশষেজ্ঞরা মনে করেন। কাজেই মুসলিম রাষ্ট্রের সাধারণ জনতা গণতন্ত্র বা আমেরিকান মডেলের কোন সরকার নয়, বরং ইসলামকে Politicaly correct করে সেই মডেলের সরকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানসিক ভাবে তৈরী হয়ে আছে, যদিও ইসলামকে politicaly correct করে কোন সরকার বাস্তবে অসম্ভব। এছাড়াও তথাকথিত politically correct মুসলিম সরকার মডেল মানবিক গুনাবলি ও গণতন্ত্রের মুল্যবোধ বিরোধী। এ প্রসংগে গার্ডিয়ান লিখেছে One characteristic of this brand of Islam is that it tends to be highly intolerant, seeking to impose its own view of "correct" Islamic practices on others and disregarding their human rights. Often, it becomes so obsessed with the minutiae of religious observance that it loses sight of the broader picture.

ইসলামিক মুল্যবোধ কতটা মানবিক গুনাবলি বিরোধী তার একটি উদাহরন এখানে দেয়া যেতে পারে। কয়েক বছর আগে সৌদি আরবের মেয়েদের স্কুলে আগুল লাগলে জীবন বাচানোর স্বাভাবিক তাড়নায় মেয়েরা দৌড়িয়ে বাইরে আসতে থাকলে সৌদি পুলিশ জোর করে তাদের জলন্ত ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য করে, কেননা তাদের মাথা অনাবৃত ছিল, আর এভাবেই প্রায় শতাধিক মেয়ে আগুলে পুড়ে মারা যায়। এ

প্রসংগে গার্ডিয়ান লিখেছে A particularly horrific example occurred two years ago when fire broke out at a girls' school in Mecca. The religious police were concerned that the girls should not leave the building "improperly" dressed or come into physical contact with the firemen who were trying to rescue them. Eyewitness accounts told of firemen being beaten and of girls being forced back into the burning building to retrieve their head-coverings. Several who went back died in the blaze.

এছাড়াও গাল্ফ দেশ গুলোতে , স্কুল গুলি ছোট বাচ্চাদের মগজ ধোলাইয়ের কারখানা বলে পরিগনিত হয়। এখানে শিক্ষার চেয়ে বাচ্চাদের বাবা-মায়ের চরিত্র সংশোধনের উপরই বেশী জোর দেয়া হয়। কুয়েতের স্কুলে প্রকাশ্যেই জিজ্ঞাসা করা ছাত্রদের মা-বাবা নিয়মিত নামাজ পরেন কিনা অথবা শুক্রবার বাচ্চাদের মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয় কিনা? কোন কোন ক্ষেত্রে জিজ্ঞেস করা হয় বাচ্চাদের মা-বাবা কোরান শরিফ মুখস্থ বলতে পারেন কিনা? যদিও বর্তমান সময়ে অনেক কুয়েতবাসীই বাচ্চাদের সি ডি বা টেপ বাজিয়ে কোরান শোনাতে পছন্দ করেন। A Kuwaiti father, who was paying more than $7,000 a year for private education, discovered that teachers were questioning children in front of the class about whether their parents prayed at home and took them to the mosque on Fridays.(Guardian)

পরিশেষে একটি কথাই বলতে হয়, মুসলিম সাংস্কৃতি আধুনিক জীবন পদ্ধতি বিরোধী। মুসলিমদের আধুনিক বিশ্বে বাচতে হলে অবশ্যই প্রগতির সহিত তাল মিলিয়ে চলতে হবে। আর তা করতে হবে একশো বিশ কোটি মুসলিমদের স্বার্থেই। আমরা আশা করব সদালপি ভাইয়েরা কথাটা ভেবে দেখবেন। কয়েকদিন আগে সম্পাদক জনাব জিয়াউদ্দিন ভিন্নমতে একটি লেখা পাঠিয়েছেন। আমরা লেখাটি ভিন্নমতে প্রকাশ করেছি। লেখাটিতে ৯৫ % ভাগই অন্যের সমালোচনা করা হয়েছে। সাধারণত একটি উন্নত মানের লেখায় , একজন লেখক অন্যের সমালোচনা করেন কম, এবং লেখকের নিজস্ব আইডিয়া বা চিন্তা ভাবনার প্রতিফলন বেশি হয়ে থাকে। আমি এ লেখাটি সদালপ সম্পাদকের সমালোচনা করেই শুরু করতে চেয়েছিলাম এবং এজন্য খানিকটা সম্পাদকের সমালোচনা করলাম বটে। বিচারের ভার সদালপ সম্পাদকের ও আমদের পাঠক কুলের ওপর ছেড়ে দিলাম। তারাই বিবেচনা করবেন এই লেখাটিতে আমার চিন্তা ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে নাকি সম্পাদককে সমালোচনার প্রতিফলন ঘটেছে।